কিতাব পরিচিতি
প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি

মাওলানা আবদুল্লাহ নাজীব
প্রধান: হাদীস ও ফিকহ বিভাগ
জামিয়াতুস সুফফাহ বগুড়া
সাবেক উসতায: উলূমুল হাদীস ও দাওয়াহ বিভাগ
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ
উসতায: মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
সহ-সম্পাদক: মাসিক আলকাউসার

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH
মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
mibd.org

আমাদের কথা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা
পরিচালক, মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
উসতায, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি মানুষকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি রিসালাতের আমানত পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন।

বিদ্যানুরাগীদের কাছে 'কিতাব' হচ্ছে গভীর ভালোবাসা মিশ্রিত একটি নাম। সর্বাবস্থায় কিতাব তাদের পরম সঙ্গী। তাদের অবস্থাদৃষ্টে যে কারো মনে হবে, 'কিতাব'ই যেন তাদের জীবন।

বস্তুত জ্ঞানের অন্যতম বিশ্বস্ত বাহক হচ্ছে কিতাব। কিতাবের মাধ্যমে পূর্ববর্তী মনীষীদের জ্ঞান-বিদ্যা, চিন্তা-চেতনা ও রূচি-অভিরূচির সাথে পরবর্তীদের গভীর মেলবন্ধন তৈরি হয়। এ যুগে প্রতিনিয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চরম উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে, এর পেছনে কিতাবের ভূমিকা অপরিসীম।

এজন্য ইসলাম শুরু থেকেই কিতাব সংরক্ষণ, পঠন-পাঠন ও চর্চাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিম মনীষীগণ কিতাব সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আত্মত্যাগের যে ইতিহাস রচনা করেছেন, অন্যান্য জাতির ইতিহাসে এর নজির মেলা ভার। আর এমনটি কেনইবা হবে না, ইলমের মর্যাদা তো তাদের কাছে এতটাই বেশি ছিল যে, এর তুলনায় দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান ধন-সম্পদ যেন একেবারেই তুচ্ছ। ফলে কিতাব সংগ্রহে তারা নিজেদের সর্বস্ব উজার করে দিতেন। বহুজন তো কিতাবের জন্য

প্রফুল্লচিত্তে নিজের সমুদয় সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন। আর কারো অবস্থা ছিল এমন, নিজের বাড়িটুকু পর্যন্ত বিক্রি করতে দ্বিধা করেননি ।

তবে কিতাব মাত্রই উপকারি নয়। বহু কিতাব রয়েছে, যা মিথ্যা ও বিকৃতির বাহক। কিছু কিতাব তো এমন, এগুলো পাঠকের চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস, স্বাস্থ্য ও চরিত্রের জন্য প্রাণ হন্তারক বিষ সমতুল্য। উপরন্তু সকল মানুষের মেধা-মনন ও যোগ্যতা একস্তরের নয়। আর কিতাবের বিশাল সমুদ্রে অবগাহনের জন্য যে সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালের প্রয়োজন, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে সে ফুরসত কোথায়। অতএব সফল অধ্যয়নের জন্য কিতাব নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

কিতাব নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে 'কিতাব পরিচিতি'। এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পাঠকের জন্য কোন কিতাবটি উপকারি, আর কোনটি ক্ষতিকর, এ বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য কিতাব পরিচিতি অপরিহার্য।

কিতাবের সাথে কিভাবে পরিচিত হব, বিশেষভাবে এ প্রশ্নের উত্তর ইলমপিপাসু তালিবানে ইলমের জানা থাকা অত্যন্ত জরুরি। দীনী মাদরাসায় অধ্যয়নরত প্রত্যেক শ্রেণির তালিবুল ইলমের জন্য নিজ শ্রেণি ও স্তরের কিতাবসমূহের পরিচিতি লাভ করা পড়াশুনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশেষ করে মাদরাসার উচ্চতর বিভাগে যারা পড়াশুনা করছেন কিংবা বিভিন্ন বিষয়ে তাখাসসুস (বিশেষায়িত পড়াশুনা) করছেন, তাদের জন্য 'কিতাব পরিচিতি' মৌলিক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ ছাড়া একজন তালিবুল ইলম তার ইলমী সফরের অমূল্য পাথেয় 'কিতাব' থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারবে না। পারবে না জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়কে কাজে লাগিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে। এজন্য মুসলিম মনীষীগণ বহু আগ থেকেই কিতাব পরিচিতি সম্পর্কে কলম ধরেছেন।

আরবী ভাষায় এ সংক্রান্ত ছোট-বড় কলেবরের বহু গ্রন্থ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও বর্তমানে আমাদের কাছে এমন কিতাব অপ্রতুল, মাদরাসা পড়ুয়া তালিবুল ইলম যার সাহায্যে খুব সহজেই কিতাব পরিচিতির মৌলিক উসূল ও পদ্ধতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারেন। বলাবাহুল্য, বাংলা ভাষায় এমন কিতাব একেবারেই বিরল। অথচ এ যুগের তালিবুল ইলমদেরকে -

যখন তাদের মাঝে এমন মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও জানাশোনার অভাব পরিলক্ষিত হয় - এ সম্পর্কে রাহনুমায়ি করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

সময়ের এ দাবি পূরণে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ 'কিতাব পরিচিতি: প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি' শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রন্থটি রচনা করেছেন প্রতিভাবান ও উদ্যমী আলিমে দীন বন্ধুবর মুহতারাম মাওলানা আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ। এ গ্রন্থে তিনি কিতাব পরিচিতি-র মৌলিক উসূলগুলো তুলে ধরেছেন এবং এ বিষয়ে বহু তথ্য-উপাত্ত তালিবুল ইলমদের খেদমতে পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে আকাবিরে দেওবন্দের যত্ন ও কর্মতৎপরতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। কিতাব পরিচিতি সম্পর্কে তার এ মূল্যবান গ্রন্থটি বিশেষভাবে দীনী মাদরাসার তালিবুল ইলমদের জন্য এবং সাধারণভাবে সবশ্রেণির মানুষের জন্য উপকারি ও সহায়ক হবে বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদি।

উল্লেখ্য, মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহ-র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এর অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত দীনী ও ইলমী বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি হাদীসের বিখ্যাত সংকলন জামে তিরমিযীর অনবদ্য আরবী ভাষ্যগ্রন্থ 'কিফায়াতুল মুগতাযী'-র ১-৪ খণ্ড, 'ঈমানের দাবি' ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে ইলমী অঙ্গনে ও দীনদার মহলের নেক দুআ ও সুনজর কুড়িয়েছে। দীনী দাওয়াহর বিস্তৃত ময়দানে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর এ পথচলা আল্লাহ তায়ালা যেন নিরবচ্ছিন্ন ও গতিশীল রাখেন, সেজন্য বিশেষ দুআ রইল।

বিনীত

তাহমীদুল মাওলা

তারিখ: ২৮/০৬/২০২২

সূচিপত্র

লেখকের কথা.. ১২

♦ *কিতাব পরিচিতি: গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা*................................ ১৮

▶ ক্ষতিকর কিতাব থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় 'কিতাব পরিচিতি' ১৯

▶ কিতাবের মান নির্ণয়ে কিতাব পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা................. ২৭

▶ জ্ঞান সমৃদ্ধিকরণে কিতাব পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা ৩০

▶ প্রকাশক, পরিবেশক ও নাসেখের জন্যও কিতাব পরিচিতি আবশ্যক... ৩৩

♦ *কিতাব পরিচিতি: সালাফের যত্ন ও কর্মতৎপরতা*........................ ৩৭

♦ *কিতাব পরিচিতি: উলামায়ে হিন্দের যত্ন ও কর্মতৎপরতা*.............. ৪৩

♦ *কিতাব পরিচিতি'র স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা*.. ৫২

▶ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় কিতাব পরিচিতি.. ৬৩

▶ দরসে ও মাজলিসে কিতাব পরিচিতি ৬৫

▶ মাখতূতা পরিচিতিতে উলামায়ে হিন্দের দক্ষতা ও কর্মতৎপরতা........ ৬৮

▶ কিতাব পরিচিতি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র ৭১

▶ তাহকীকুত তুরাস... ৭৩

♦ *কিতাব পরিচিতি: প্রকার ও পদ্ধতি* ৭৫

▶ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি.. ৭৫

▶ বিস্তারিত পরিচিতি ৭৮

- এক. কিতাবের সঠিক ও পূর্ণ নাম ৭৮
  - ভুল নাম ও নামের পরিবর্তন ৮৩
  - কিতাবের সঠিক ও পূর্ণ নাম জানার পদ্ধতি ৮৬
  - ১. লেখকের মূল নুসখার প্রথম পৃষ্ঠা বা 'তুররাতুল কিতাব' ৮৭
    - এক কিতাবের একাধিক নাম থাকলে করণীয় ৮৯
  - ২. লেখকের ভূমিকা ও খাতিমা ৯৩
  - ৩. কিতাবের অভ্যন্তরের আলোচনা ৯৪
  - ৪. লেখকের অন্য কিতাব এবং অন্যদের কিতাব ও উদ্ধৃতি ৯৫
  - ৫. তারীখ ও তারাজিমের কিতাব ৯৬
  - ৬. ফাহারিস, তিবাক ও তাআরুফের কিতাব ৯৭
  - কিতাবের নামের তাহরীফ ও তাসহীফ ৯৭
  - তাওছীকুল উনওয়ান ৯৮
- দুই. লেখকের বিস্তারিত পরিচিতি ৯৮
  - ক. জীবনীর উৎসগ্রন্থ নির্ণয় ৯৮
    - ১. স্বরচিত জীবনী ৯৯
    - ২. লেখকের তত্ত্বাবধানে লিখিত জীবনীগ্রন্থ ১০০
    - ৩. সমসাময়িকদের লিখিত জীবনী ১০০
    - ৪. শাগরিদ বা সন্তানাদির লেখা জীবনীগ্রন্থ ১০১
    - ৫. পরবর্তীদের লেখা জীবনী, তাবাকাত ও তারাজিমের গ্রন্থাবলী ১০১
  - খ. নাম, ঠিকানা, জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে জানা ১০৩
  - গ. লেখকের আদর্শ উস্তায ও চিন্তাধারাকে জানা ১০৮
  - ঘ. ইলমী জগতে লেখকের মান ও মাকাম ১১২

▶ ইলমী মান যাচাইয়ে উলামায়ে দেওবন্দের সচেতনতা (টীকা).........১১৪

▶ ঙ. কিতাবের আলোচ্য ফনে লেখকের প্রাজ্ঞতা ১২০

⦿ তিন. কিতাবের মান ও প্রামাণিকতা যাচাই................................. ১২৩

⦿ চার. নুসখার মান ও প্রামাণ্যতা যাচাই..................................... ১২৯

⦿ পাঁচ. কিতাবের তাসামুহ সম্পর্কে জানা.....................................১৩০

⦿ ছয়. কিতাবের হাশিয়া ও শরাহ ১৩২

আখেরী গুযারিশ ১৩৩

গ্রন্থপঞ্জী ১৩৪

লেখকের কথা

১৪৪০ হিজরীর মাহে শাবানের ২৩ তারিখ। আমি আরবী আদবের তাদরীবের দরসে ছিলাম। শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রাহ. এর একজন খাদেম এসে বললেন, হযরত আপনাকে স্মরণ করেছেন। দরস থেকে উঠে সরাসরি হযরতের কামরার দিকে রওয়ানা হলাম। কিছুটা ভয় নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। হযরতের বাইরের কামরায় পৌঁছে দেখলাম জামিআর গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বড় আসাতিযায়ে কেরাম উপস্থিত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, তারা আমার উপস্থিতির অপেক্ষায় আছেন। আমি পৌঁছার সাথে সাথে তারা আমাকে নিয়ে হযরতের ভিতরের কামরায় প্রবেশ করলেন। আমি তখনও নীরব ও কৌতূহলী। অজানা গন্তব্যের দিকে ধাবিত হচ্ছি। পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করছি।

আমরা হযরতের সামনে বসে পড়লাম। একজন উসতায কথা শুরু করলেন: আমাদের মাসিক মুঈনুল ইসলামের জন্য একজন দক্ষ ও ভালো নির্বাহী সম্পাদক প্রয়োজন। আমাদের মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব সাহেব দক্ষ ও সমঝদার। বাংলাতেও তিনি ভালো মাহের ইত্যাদি ইত্যাদি বলে তিনি প্রস্তাব রাখলেন যে, উনাকে দায়িত্ব দেওয়া হলে পত্রিকার ফায়দা হবে। এ প্রস্তাবের সাথে অন্য উসতাযগণ সমর্থন জানালেন।

সবেমাত্র বুঝতে পারলাম আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য। আমি বিনীতকণ্ঠে আরয করলাম, নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে আমাকে সহযোগী বা নির্দিষ্ট কোনো কাজ দেওয়া হোক, এটা আমার জন্য আসান হবে। কিন্তু আমার আবেদন গৃহিত হলো না। অবশেষে হযরত নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তখন আমি তাদরীবের কাজ এবং রমাযানভিত্তিক মাদরাসার কালেকশনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। উসতাযগণের নিকট আবেদন করলাম,

পত্রিকা বিষয়ে আমার কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা নেই। এদিকে সময়ও কম। তাই কালেকশনের কাজ মওকুফ করলে ভালো হতো। তারা আমাকে কাজের প্রতি উৎসাহ দিলেন এবং তাহসীলের যিম্মাদারীও বহাল রাখলেন। তখন বিনয়ের সাথে একটি শর্ত পেশ করেছিলাম যে, মুঈনুল ইসলামের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তারা এ শর্তটি গ্রহণ করেন। অন্যজনকে এ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন।

তারপর পত্রিকা অফিসে গিয়ে দেখি, চলতি মাসের কোনো কাজই এখনও হয়নি। কোনো লেখাও প্রস্তুত নেই। ই-মেইল চেক করে দু'একটি লেখা পেলাম। তবে তা জামিআর মুখপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এদিকে সময় নেহায়েত কম। মাত্র এক সপ্তাহেই রমাযানের সংখ্যা প্রস্তুত করতে হবে।

আল্লাহর উপর ভরসা ও মুরব্বীদের দুআ নিয়ে কাজ শুরু করি। শুরু হলো জীবনের একেবারেই নতুন অধ্যায়। নতুন পথচলা। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী ছিল, তাই আমরা কিছুটা হলেও অগ্রসর হতে পেরেছিলাম। পত্রিকাটির মানোন্নয়নে সক্ষম হয়েছিলাম। তবে এ পথচলা ছিল বড়ই কঠিন ও দুরূহ। দরসিয়াত ঠিক রেখে পত্রিকার কাজ এবং কাজে উন্নতিসাধন কতটা কঠিন ছিল তা একমাত্র আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

পত্রিকাটির মানোন্নয়নে বেশ কিছু পরিবর্তন আমলে নেওয়া হয়। আমার মনে হচ্ছিল, প্রথম সংখ্যা থেকে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। অন্য সকলের মোটামুটি মত ছিল, প্রাথমিক কয়েকসংখ্যা আগের মতই প্রকাশ করুন। তারপর পরিবর্তন করা যাবে। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিবেচনায় মনে হচ্ছিল, পরিবর্তনটা প্রথম সংখ্যা থেকেই করা উচিত। অবশেষে তাই হলো। আমরা নতুন অবয়ব ও বিন্যাসে রমাযানের সংখ্যা প্রকাশ করলাম। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর অবশ্য সকলেই তা পছন্দ করেছিলেন। পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

সে বছর উসতাযে মুহতারাম, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক, শায়খ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ দারুল উলূম হাটহাজারীতে এসেছিলেন। সাক্ষাৎকালে হযরত একপর্যায়ে বললেন, পত্রিকাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছো। মাশাআল্লাহ। পরিবর্তনের একটি দিক ছিলো, শিক্ষার্থীদের পাতা। বিভাগটিতে আমরা কিছু ইলমী ও ফিকরি বিষয়ের আয়োজনের চেষ্টা

করেছিলাম। এ আয়োজনটি তালিবুল ইলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা এ বিষয়ক আলোচনাগুলো পছন্দ করে এবং উপকৃত হওয়ার বিষয়টি বিভিন্নভাবে অবগত করে।

শিক্ষার্থীদের পাতায় অনেকেই পরামর্শ চাইতেন যে, কিতাবের নির্বাচন কীভাবে করব, কোনটি ভালো ও পাঠযোগ্য আর কোনটি পাঠযোগ্য নয়- কীভাবে জানবো ইত্যাদি। এ সকল প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কিতাব পরিচিতি বিষয়ক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখার নিয়ত করি।

কিতাব পরিচিতি বিষয়ে বর্তমানে অনেক আলোচনা হলেও পরিচিতির উসূল ও পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা তেমন হয় না। যদ্দরুন তালিবুল ইলম ভাইয়েরা অস্পষ্টতায় ভোগেন। তাখাসসুসের শুরুতে কিতাব পরিচিতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করলেই তাদের প্রধান কৌতূহল থাকে: কিতাবের তাআররুফ করব কীভাবে? পদ্ধতি কী? সংক্ষেপে ও স্বল্প কথায় পরিচিতির পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে এমন কিতাবও দুস্প্রাপ্য। তাই আমরা বক্ষ্যমাণ বইয়ে কিতাব পরিচিতির প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি পদ্ধতি নিয়েও আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনার যথার্থরূপে হক আদায় করা সম্ভব না হলেও, আশা করি কিতাবটি তালিবুল ইলম ভাইদের প্রাথমিক খোরাক মেটাতে সক্ষম হবে। সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে কিতাবের উদ্ধৃতি ও প্রমাণাদি উলামায়ে দেওবন্দ ও উলামায়ে হিন্দের কিতাবসমূহ থেকে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষ অন্য উলামায়ে কেরামের কিতাব থেকেও গ্রহণ করা হয়েছে।

নিয়মিত সবক, তামরীন এবং সম্পাদনার কাজের ফাঁকে প্রবন্ধটি প্রস্তুত করি। ফলে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিছুটা তাড়াহুড়ার মাঝেই কাজটি সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। আলোচ্যবিষয়ে এটি একটি প্রাথমিক কাজ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আশা করি বাহিসগণ আরও গুরুত্বসহ বিষয়টি দেখবেন এবং এ বিষয়ে অনবদ্য অবদান রাখবেন।

'কিতাব পরিচিতি: প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ধারাবাহিক প্রকাশের পর ফোনে ও সরাসরি অনেকেই উপকৃত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। অনেকেই পত্রিকা থেকে ব্যক্তিগতভাবে কপি করে সংরক্ষণ করেছেন। এদিকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশের আবেদন করেছেন অনেকেই। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশের আগ্রহ তৈরি হয়। ফলে প্রকাশের পূর্বে পূর্ণ প্রবন্ধটি পুনরায় আগাগোড়া দেখি। কিছু সংযোজন করা হয়। পাণ্ডুলিপিটি

বেশ কয়েকজন উদীয়মান আলেমের কাছে প্রেরণ করি। তাদের মাঝে আমার মহব্বতের ব্যক্তি মাওলানা তাহমীদুল মাওলা সাহেব উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রবন্ধটি দেখে পছন্দ করেন। মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

তারপর পুনঃনিরীক্ষণের জন্য প্রবন্ধটি আমার মুহতারাম উসতায ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, হযরত মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ সাহেবের নিকট পেশ করি। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আদ্যোপান্ত দেখে দেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ যুক্ত করেন। হযরতের এ অবদানের কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা আপন শান মোতাবেক তাকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করুন। পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করতে আমার কিছু শাগরিদ ও মহব্বতের মানুষ সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তাদের ভালাই দান করেন। ইলম ও দীনের খেদমতে নিয়োজিত রাখেন।

মুআসসাসার উন্নতি ও অগ্রগতির কামনা রইল। সাধ্যানুযায়ী মুআসসাসার পাশে থাকব। ইনশাআল্লাহ।

দুআ করি, আয় আল্লাহ, মুআসসাসাকে কবুল করুন। মুআসসাসার সকল দায়িত্বশীলকে কবুল করুন। মুআসসাসার সকল হাজত গায়েবী খাজানা থেকে পূরণ করে দিন। আপনার অধম বান্দার এই ছোট আমলটুকু কবুল করুন। আপনার সন্তুষ্টির ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন॥

هذا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

বান্দা আবদুল্লাহ নাজীব
রজনী, ২৫ রমাযান ১৪৪৩ হি.
জামে সুফফাহ,
জামিআতুস সুফফাহ, বগুড়া

কিতাব পরিচিতি
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কিতাব অর্থ এমন বস্তু যাতে লেখা যায়। একসময় গাছের ছাল, চামড়া বা হাড্ডিতে লেখা হত। যামানার চরমোৎকর্ষে এখন কাগজে, কম্পিউটারের স্ক্রীনে বা নেটের ওয়ালে লেখা যায়। এ সবগুলোই কিতাব।

তবে সব কিতাব এক রকমের না। কোনো একটি কিতাব যেমন সত্য ও বাস্তবতাকে ধারণ করে, কোনো কিতাব মিথ্যা ও বিকৃতিকেও বহন করে। কিতাব হলো লেখকের নির্মাণ ও প্রতিবিম্ব। লেখকের চিন্তা-চেতনা ও যোগ্যতার আয়না সদৃশ। তাই ছাহিবে কিতাব যে মানের ও গুণের হবেন, কিতাবও সে মান ও বৈশিষ্ট্যের হবে।

লেখকের পাশাপাশি একটি কিতাব হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক হওয়ার পিছনে আরও দুটি সত্তার হাত রয়েছে। তারা হলেন, 'নাসিখ' বা অনুলিপিকারী এবং 'নাশির' বা প্রকাশক। সাধারণত, এই তিনজনের হাত হয়েই একটি কিতাব প্রকাশের মুখ দেখে। উক্ত তিন ব্যক্তির যোগ্যতা, রুচি ও সৃজনক্ষমতার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় একটি কিতাবে বিদ্যমান থাকে। কিতাবের সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য এবং কিতাবের ইলমী মান উক্ত ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

আল্লাহ তাআলা লিখনির মাঝে জাদুশক্তি প্রোথিত রেখেছেন। একটি কিতাব জাতিকে জাগ্রত করতে পারে এবং করতে পারে হাজারও জীবনকে আলোকময়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআনুল কারীম। এই কুরআনই

মুসলিম উম্মাহকে জাগ্রত করেছে। পৌঁছে দিয়েছে উত্থানের সুউচ্চ শিখায়। এছাড়া মুসলিম ইমাম ও বিদ্বানগণ এমন বহু কালজয়ী কিতাব রচনা করেছেন, যা পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রকেও প্রভাবিত করেছে। কাফিরের চিত্তকে জাগ্রত করেছে। কিতাবের প্রভাবে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় খুঁজেছে। উদাহরণস্বরূপ ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. প্রণীত ফিকহে হানাফীর অনবদ্য কিতাব 'আলমাবসূত' এর উল্লেখ করা যায়। আহলে কিতাবের জনৈক হাকীম ও বিজ্ঞব্যক্তি এ কিতাব পড়ে এ পরিমাণ বিমুগ্ধ ও প্রভাবিত হন যে, অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার অনুভূতি এই শব্দে ব্যক্ত করেন,

هذا كتاب محمدكم الأصغر، فكيف كتاب محمدكم الأكبر!

> *তোমাদের ছোট্ট মুহাম্মাদের কিতাব এত সুবিশাল, সমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক! না জানি বড় মুহাম্মাদের কিতাব কত সুন্দর!!* [১]

অন্যদিকে দুনিয়াতে এমন কিতাবও প্রচুর, যা জাতিকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। সমাজ ও সমাজব্যবস্থার পতন আর অধঃপতন ঘটিয়েছে। তার বিষক্রিয়ায় হাজারো জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। কত মানুষের চিন্তা-চেতনায় আমূল বিকৃতি সাধন হয়েছে। আমাদের আশেপাশে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি দিলেই এমন অনেক উদাহরণ দৃষ্টিগোচর হবে।

এ কিতাবগুলো পড়েই তো গোমরাহ ফিরকা ও মতবাদের প্রতি মানুষ ঝুঁকছে। বাতিলপন্থীরা এ প্রকার কিতাবের মাধ্যমেই তাদের ফিতনা সব জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ক্ষতিকর কিতাব থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় 'কিতাব পরিচিতি'

কিতাব মানেই সত্যের ধারক-বাহক, উপকারী ও কল্যাণকর নয়। কখনো কখনো অকল্যাণকরও হতে পারে। আমার সামনে পরিবেশিত কিতাব আমার

[১] হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ- মুকাদ্দিমা পৃ. ১৫। এটি একজন আহলে কিতাবের অনুভূতি। অনুভূতি হিসেবেই তা উদ্ধৃত হয়েছে। নতুবা কুরআন মজীদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রচনা নয়, তা তাঁর উপর নাযিলকৃত আল্লাহর কালাম। -যাকারিয়া

জন্যে উপকারী না অপকারী- তা জানার উপায় হলো কিতাব পরিচিতি। সরাসরি বা কারো মাধ্যমে পরিচয় জানার পরই বিচার করা সম্ভব, কিতাবটি পাঠ-উপযোগী কি না।

স্বতঃসিদ্ধ কথা এই যে, সব কিতাব সবার উপযোগী নয়। যে কোনো কিতাব পড়ার পূর্বে আমাদের দায়িত্ব হলো ঐ কিতাবের পরিচয় লাভ করা এবং তার গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা বিচার করা, যেন আমরা ক্ষতিকর কিতাব থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। একজন তালিবে ইলমের বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরগুলোতে ক্ষতিকর কিতাব থেকে দূরে থাকা তার রুকন পর্যায়ের দায়িত্ব। কারণ, লাইব্রেরী থেকে সবধরনের বই প্রকাশিত হচ্ছে।

হযরত মুফতী শফী রহ. বলেন,

اس زمانہ میں تصنیف، تالیف، کتابوں کی اشاعت اتنی عام ہے کہ احاطہ دشوار ہے

> *বর্তমান সময়ে কিতাব লেখা ও সংকলন, কিতাবের প্রচার এত ব্যাপক হয়েছে যে, এর সীমানা আয়ত্ব করা বেশ কঠিন।*[১]

তাই কিতাবের অধ্যয়ন ও মুতালাআ শুরু করতে হবে 'পরিচিতি' থেকে, বিজ্ঞজনদের নিকট কিতাবের কবুলিয়্যাত ও গ্রহণযোগ্যতা জেনে নিয়ে। কিছু কিতাব আছে এত নিম্ন পর্যায়ের, যেগুলো জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেয়াই শ্রেয়। খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহ. সুন্নাহ প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন ও শ্রম ব্যয় করেছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্ষতি ও অকল্যাণজনক কিতাবাদি পুড়িয়ে ফেলার ফরমান জারি করেছিলেন। আবু হাযিম আলমাদীনী রাহ. বলেন,

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الشام: أن انظروا الأحاديث التي رواها مكحول في الديات، فأحرقوها. فأحرقت.

> *উমার বিন আবদুল আযীয রাহ. শামের গভর্ণরের প্রতি এ প্রত্যাদেশ পাঠান যে, 'মাকহুল রাহ. থেকে বর্ণিত দিয়াত সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ পুড়ে ফেলো।' অতঃপর তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।*[২]

[১] উলামায়ে দেওবন্দ কী ইলমী আওর মুতালা'আতী যিন্দেগী, পৃ. ৮১
[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা-৫/১৬২

ইবনে আবী হাযিম রাহ. বলেন,

لما قدم عمر بن عبد العزيز الشام أخبر بكتاب زيد في الديات فأمر به فأحرق.

> *উমার বিন আবদুল আযীয রাহ. শামে আগমন করলে তাঁকে যায়েদ রাযি. এর দিয়াত সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পরে তাঁর নির্দেশক্রমে তা পুড়ে ফেলা হয়।*[1]

বিশিষ্ট নাকিদ ও হাফিযুল হাদীস যাকারিয়া আস্‌সাজীও (রাহ.) ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদের কিতাব নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি এই প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতাও গ্রহণ করেছিলেন।

হাফিয খলীলী রাহ. বলেন,

سمعت عبد الرحمن بن أحمد الشيرازي الحافظ يقول: سألت ابن عدي عن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن مندة، فقال: كنا بالبصرة عند زكريا الساجي، فقرأ عليه إبراهيم حديثين عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه، عن مالك، فقلت: هما عن يونس، فأخذ الساجي كتابه، فتأمل وقال لي: هو كما قلت: وقال لإبراهيم: ممن أخذت هذا؟ فأحال على بعض أهل البصرة. قال: علي بصاحب الشرطة حتى أسود وجه هذا. فكلموه حتى عفا عنه، ومزق الكتاب.

> *আমি ইবনে আদীকে ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন মানদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, আমরা বসরায় যাকারিয়া সাজী-এর কাছে ছিলাম। তখন ইবরাহীম, আহমদ বিন আবদুর রহমান বিন ওয়াহব, তার চাচার সূত্রে ইমাম মালিকের সূত্রে তার কাছে দুটি হাদীস পড়লেন। আমি বললাম, উভয় বর্ণনা তো ইউনুসের সূত্রে। তখন সাজী তার কিতাব নিয়ে দেখলেন। এরপর আমাকে বললেন, তুমি যেমনটি বলেছ তেমনটি।*
>
> *তিনি ইবরাহীমকে বললেন, কার কাছ থেকে এই বর্ণনা নিয়েছ?*

[১] আল-ইলাল ফি মারিফাতির রিজাল- ১৭৪০

> *তখন সে বসরার কয়েকজনকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করলো। তখন তিনি বললেন, পুলিশ ডেকে আনো, আমি এর চেহারা কালো করে দেই! তখন সবাই তার কাছে আবেদন করলে তিনি তাকে মাফ করেন। তবে তার কিতাব ছিঁড়ে ফেলেন।*[১]

মাকতাবা ও লাইব্রেরীগুলোতে এমন কিতাবও কম নেই যা জনসাধারণের পাঠ অনুপোযোগী। এমনকি মুবতাদী ও প্রাথমিক পর্যায়ের তালিবুল ইলমদের জন্য অনুপযোগী কিতাবও কম নয়। কোনো কোনো কিতাবে ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ এমন সুকৌশলে হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের তালিবুল ইলম তা আঁচই করতে পারবে না। বাহ্যিক সৌন্দর্য ও কারুকার্য দেখেই তারা সেটাকে পাঠ-উপযোগী ও কল্যাণকর বলে ধারণা করে নিবে। অথচ তা তাদের জন্য আদৌ উপকারী নয়। বরং এ কিতাব তাদের মনে অপ্রয়োজনীয় সংশয় তৈরি করবে ও চিন্তা-চেতনাকে বিনষ্ট করবে। পাঠক আকাবির আসলাফের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। এমনকি এ কিতাব ইসলামের কতঈয়্যাত ও অকাট্ট বিষয়েও নতুন সন্দেহের বীজ বপন করবে। তবে প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এমন কিতাব ও লেখকের অপকৌশল ঠিকই ধরে ফেলেন।

আমাদের আকাবির ও আসলাফ মুবতাদী তালিবুল ইলমদেরকে কিছু কিতাবের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। যেমন, 'কুতুল কুলুব' আবু তালিব মক্কী রাহ. এর কিতাব। ইমাম শাতিবী রাহ. বলেছেন, এ কিতাবটি বড়দের জন্য; ছোট বা প্রাথমিকদের জন্য নয়।[২]

হাফিয ইবনে হাজার রাহ. অন্যান্য ধর্মের কিতাব পড়া যাবে কি না- এ বিষয়ে বৈধ-অবৈধ উভয় মতের পর্যালোচনা করে বলেন,

والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم، والأولى في هذه المسألة: التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف، ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما.

> *আমার জ্ঞানমতে উক্ত (নিষেধাজ্ঞার) হুকুমটি তাহরীমী নয়, বরং*

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৪ পৃ. ১৯৯
[২] আল-ইফাদাত ওয়াল ইনশাদাত; শাতিবী

> *তানযীহি। আর এ বিষয়ে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হলো, স্তর নির্ণয় করা। যার ঈমান পূর্ণাঙ্গ, পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় নয়, তার জন্য ঐ কিতাবের কোনো অংশ পড়ার অনুমতি নেই। আর পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুমিনের জন্য অনুমতি রয়েছে, বিশেষত বিরোধীদের খণ্ডনের প্রয়োজনে। পূর্ববর্তী বহু ইমামের কর্মপন্থা এ কথার পক্ষে দলীল।*[১]

বাতিল ও ভ্রান্ত ফিরকার কিতাবাদির ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য। বিজ্ঞজনদের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রাথমিকদের জন্য সেগুলো ক্ষতিকর। ইমাম ইবনে কুদামা রাহ. একাধিক ইমামের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ইলমুল কালাম তথা মুতাযিলাদের কিতাব না পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন।[২]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয়, কিতাব মানেই কল্যাণের কুঞ্জি নয়। ভালো মন্দ উভয় প্রকৃতির কিতাবই বিদ্যমান। তাই অকল্যাণ থেকে বাঁচতে কিতাব পরিচিতির বিকল্প নেই।

অনেক সময় আমরা কিতাব নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করি না। যে কোনো কিতাব পড়ে থাকি। গল্প-উপন্যাস হলে তো কথাই নেই। সব কিছু পেছনে রেখে বইটি শেষ করি। ভেবে দেখি না, কিতাবের একটি অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো, পাঠকের মনে লেখকের আফকার ও চিন্তা-চেতনার প্রভাব বিস্তার। কোনো কিতাবে লেখকের দিল দেমাগের আছর থাকলে অবশ্যই তা পাঠককে ছুঁয়ে যাবে ও প্রভাবিত করবে। কিতাবের বিষয়বস্তু নিয়ে তাকে ভাবতে বাধ্য করবে। কিছু কলমের যাদু এমন, যা পড়ামাত্রই পাঠক তার প্রতি সম্মোহিত হয়। ফলে নিজের অজান্তেই তার চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন হয় ও তার ভক্তে পরিণত হয়। বাতিল ও ভ্রান্ত ফিরকার কিতাবসমূহে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এ দেশের অনেকেই জনাব মওদূদী সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেছে তার কিতাব পড়েই। তাকে দেখেনি; তার বয়ান বা লেকচারও শুনেনি। আমরা অনেকেই কিতাব বা ব্যক্তির এ প্রভাবকে খেয়াল করি না। যে কোনো ব্যক্তির বয়ানে বসে যাই। আর এ বে-খেয়ালিই আমাদেরকে নিয়ে যায় ভ্রান্তি ও অধঃপতনের দিকে। এ ধরণের দৃষ্টান্ত কম নয়; প্রচুর।

---

[১] ফাতহুল বারী ১৩/৫২৫
[২] দ্র. তাহরীমুন নাযার ফী কুতুবিল কালাম

বিশিষ্ট দাঈ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাবী রাহ. ১৯৮৪ সনে বাংলাদেশে তাশরীফ রেখেছিলেন। বাংলাদেশের উলামা ও তালাবার উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা পেশ করেন। আলোচনায় লেখা ও লেখকের প্রভাব নিয়ে খুব সুন্দর একটি তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

“মনে রেখো, লেখা ও লেখনীর রয়েছে অদ্ভূত প্রভাবক শক্তি, এর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মাঝে সংক্রমিত হয়। অনেক সময় পাঠক নিজেও তা অনুভব করতে পারে না। অবচেতন মনে চলে তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের বিদ্যুৎ প্রবাহ। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রাহ. বলতেন,

পত্রযোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ ও আত্মসংযোগ নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ তাওয়াজ্জুহ সহকারে মুরীদের উদ্দেশ্যে যখন পত্র লেখেন তখন সে পত্রের হরফে হরফে থাকে এক অত্যার্শ্চয প্রভাবশক্তি।

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের রচনাসম্ভার আজো বিদ্যমান রয়েছে। পড়ে দেখুন, আপনার ছালাতের প্রকৃতি বদলে যাবে। হয়ত পঠিত বিষয়ের সঙ্গে ছালাতের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু লেখার সময় হয়ত সেদিকে তার তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ ছিলো। এখন সে লেখা পড়ে গিয়ে ছালাত আদায় করুন; হৃদয় জীবন্ত এবং অনুভূতি জাগ্রত হলে অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনার ছালাতের রূপ ও প্রকৃতি বদলে গেছে, তাতে রূহ ও রূহানিয়াত সৃষ্টি হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা আমার বহুবার হয়েছে। আপনি অমুসলিম লেখকের সাহিত্য পাঠ করবেন, তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস ও কাব্যের রস উপভোগ করবেন, তাদের লিখিত ইতিহাস গলাধঃকরণ করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তা রেখাপাত করবে না, আপনার চিন্তা-চেতনাকে তা আচ্ছন্ন করবে না, এটা কী করে হতে পারে? আগুন জ্বালাবে না এবং বিষ তার ক্রিয়া করবে না, এটা কীভাবে বিশ্বাস করা চলে? চেতন মনে আপনি অস্বীকার করুন, কিন্তু আপনার অবচেতন মনে লেখা ও লেখনী তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবেই।

আমি মনে করি আপনাদের জন্য এটা বড়ই লজ্জার কথা। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতো না যে, যে দেশে যে ভাষায় লক্ষ লক্ষ

আলিমের জন্ম হয়েছে সে দেশে সে ভাষায় কুরআনের প্রথম অনুবাদকারী[১] হচ্ছেন একজন হিন্দু সাহিত্যিক।”[২]

অপরিকল্পিত পড়াশুনার পরিণাম কত তিক্ত তা বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেন:

“পঠন ও অধ্যয়ন এত সহজ ও মজাদার জিনিস নয় যে, যখন যা পেলাম তাই লুফে নিলাম, তাই চেখে দেখলাম। কোন নির্বাচন নেই, কোন পর্যায়ক্রম নেই, মাত্রা ও পরিমিতি নেই।

দরদী বন্ধুর সাবধানবাণী মনে রেখো! অধ্যয়ন হলো দোধারী তলোয়ার। সঠিক ব্যবহার না হলে তা সর্বনাশেরও কারণ হতে পারে। এটা ইলমী যিন্দেগীর এক পোলছেরাত, যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পার হতে হবে এবং আগের যাত্রীদের কাছ থেকে আলো নিতে হবে, নইলে নীচে অতল গহ্বরে পড়ে যাওয়ার আশংকা থেকেই যাবে। তাই আসাতেযা কেরামের পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করুন। সময় কম, কাজ বেশী এবং অনেক বেশী। পড়ার বিষয়ও দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছাপাখানা থেকে বন্যার মত মুদ্রিত ‘পদার্থ’ বের হয়ে আসছে, কিন্তু ছাপা কাগজমাত্রই পড়ার যোগ্য নয় এবং যে কোন বই ও পত্রিকা আপনার টেবিলে আসার উপযুক্ত নয়।”[৩]

তাই লেখা পড়ার আগে লেখক সম্পর্কে জানতে হবে। মাওলানা মুহাম্মাদ রিজওয়ান আজীজ সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন,

مصنف سے پہلے مصنف کو پڑھنا۔

تالیف سے پہلے مؤلف اور تصنیف سے پہلے مصنف کے پس منظر پیش منظر اور تہہ منظر کو جاننا ضروری ہے اس لئے کہ بازار میں تصنیف نہیں مصنف بکتا ہے بعض اوقات تصنیف بہت عمدہ دیدہ زیب اور انتہائی معلوماتی ہوتی ہے۔

---

[১] এই তথ্যটি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারো কারো মতে, কুরআনুল কারীমের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন গিরিস চন্দ্র সেন। তবে তিনি ব্যাপক বিকৃতি করেছেন এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাস অনুবাদে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন। এই কাতারে যে দুজন মুসলমানের নাম আসে তারা হলেন রংপুরের আমীরুদ্দীন বসুনিয়া, যার নাম মাসিক মদীনায় প্রকাশিত হয়েছে। আরেকজন হলেন টাঙ্গাইলের মাওলানা মঈনুদ্দীন। ড. মুফাখখর হুসাইন ‘পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ’ নামে ঢাবি থেকে পিএইচডি করেছেন, বাংলা একাডেমী থেকে নব্বইয়ের দশকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

[২] জীবন পথের পাথেয় পৃ. ২১৮

[৩] জীবন পথের পাথেয় পৃ. ৭৯-৮০

لیکن اس کے اندر ایسا slow poison سست زہر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ قاری کو دین ودنیا میں سے کہیں کا نہیں چھوڑتا اس لئے نہ تو ہر کتاب اس قابل ہوتی ہے کہ اسے پڑھا جائے اور نہ ہر صاحب قلم اس قابل ہے کہ اس کی تحریر کو صحیفہ آسمانی سمجھ کر قبول کرلیا جائے -

> *কিতাবের পূর্বে লেখক সম্পর্কে জানা-*[১]
>
> *কিতাব বা সংকলনের পূর্বে লেখক বা সংকলকের কর্মপন্থা, প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা জরুরি। কেননা বাজারে সংকলন বিক্রি হয় না, বিক্রি হয় সংকলকের চিন্তাধারা। কখনো কখনো অনেক তথ্যসমৃদ্ধ ও সুন্দর মলাটের কিতাব তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু তার মাঝে সূক্ষ্মভাবে এমন মৃত্যুর বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে, পাঠককে তা দীন-দুনিয়ার কোনো ক্ষেত্রে রেহাই দেয় না। একারণে প্রতিটি কিতাব পাঠযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়, তেমনই প্রত্যেক লেখকও এত উপযুক্ত নয় যে, তার লেখাকে আসমানী কিতাবের মত বিশ্বাস করে গ্রহণ করা হবে।*[২]

---

[১] এ প্রসঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রখ্যাত আদীব, আরবী সাহিত্যের মনীষী ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা নূর আলম খলীল আমিনী রাহ. বলেন,

حضرات! یہ بہت ضروری ہے کہ پڑھتے وقت مصنف کا انتخاب کیا جائے، خصوصا کچی عمر میں جو انفعال، تعلم اور تحصیل و جستجو کی عمر ہوتی ہے، بعض دفعہ بہکے ہوئے مصنف کو پڑھ کر آدمی اپنے دین و دنیا کو برباد کر بیٹھتا ہے، قلم کی جادو نگاری انسان کو صاحب قلم کا معتقد بنا دیتی ہے، اگر وہ ذوق و رجحان کے اعتبار سے صراط مستقیم پر ہوتا ہے تو فبہا، ورنہ سرمایہ دین و ایمان و اخلاق کا لٹیرا ثابت ہوتا ہے،ثانی الذکر مصنف کی تحریر میں ایک طرح کی ظلمت ،نحوست، ویرانیت اور وحشت محسوس ہوتی ہے اور شاہراہ مضمون کے علاوہ سطروں کی پگڈ نڈیوں بین السطور کی گلیوں اور مابین الفاظ کے کوچوں میں بھی ہر جگہ دین و ایمان کے تازہ دم ڈاکوؤں اور ستم پیشہ و بے رحم قزاقوں کی ٹولیوں کے قدم ہائے ناپاک کی چاپ صاف طور پر محسوس ہوتی ہے ، ایک حساس قاری اور باشعور مسلمان اس کی ایک سطر پڑھنے میں بھی بوجھ محسوس کرتا ہے

وہ آنکھ کہ ہے سرمۂ افرنگ سے روشن!

پرکار وسخن ساز ہے ،نمناک نہیں ہے

جب کہ اول الذکر اہل قلم کی سطر سطر روشنی میں نہائی، دودھ میں دھلی، قلب میں اترتی، دل میں گھر کرتی اور عقل کو شکار کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

হারফে শীরী, পৃ. ৬১, ৬২

[২] জাদীদ আফকার ও নাযরিয়্যাত, পৃ. ১১

কিতাবের মান নির্ণয়ে কিতাব পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা

একজন তালিবে ইলমের জন্য জানা অপরিহার্য, কোন কিতাবটি হাওয়ালা ও উদ্ধৃতির যোগ্য আর কোন কিতাবটি হাওয়ালা-যোগ্য নয়। তাকে মাসদার ও মারজি এবং প্রথম পর্যায়ের মাসদার ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মাসদারের পার্থক্যও জানতে হবে।

স্মরণ রাখতে হবে, ইলমী ময়দানে যে কোনো কিতাবের উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। কিতাবের বিষয়বস্তু সঠিক হলেও মানের বিচারে সব কিতাব এক পর্যায়ের নয়।

পূর্ববর্তী ইমামগণ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। উদ্ধৃতিতে যে কোনো কিতাবের নাম উল্লেখ করতেন না। বিষয়ের দাবি অনুসারে যে পর্যায়ের কিতাবের হাওয়ালা প্রয়োজন তাই উল্লেখ করার চেষ্টা করতেন। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অনুপযোগী কিতাব পরিহার করতেন। এখানে উলামায়ে দেওবন্দ থেকে দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ.। হযরতের দরসে বহুবিধ কিতাবের নাম উচ্চারিত হত। তিনি হাওয়ালার ক্ষেত্রে যে কোনো কিতাবের নাম বলতেন না। চেষ্টা করতেন মুতাকাদ্দিমীন ও গ্রহণযোগ্য কিতাবের হাওয়ালা দিতে। হাওয়ালার ক্ষেত্রে মুতাআখখিরীনের কিতাব এড়িয়ে যেতেন। মাযহাবের মত উল্লেখ করার ক্ষেত্রেও মুতাকাদ্দিম ইমামগণের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতেন।

نقل مذاہب میں قدماء کی نقول پیش فرماتے، بلکہ معمولا متاخرین کی نقول پر متقدمین کی نقول کو مقدم رکھتے۔

> *মাযহাবের মত উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মুতাকাদ্দিমীনের হাওয়ালা পেশ করতেন। সাধারণভাবে মুতাআখখিরীনের উদ্ধৃতির উপর মুতাকাদ্দিমীনের উদ্ধৃতিকে গুরুত্ব দিতেন।*[১]

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মুখতার রাহ. তাখাস্‌সুসের বাহছ হিসেবে السنة النبوية ومكانتها في ضوء القرآن الكريم নামে রিসালা লিখেছিলেন। তিনি রিসালায় তাফসীরে মুরাগী ও তাফসীরে ফয়জীর হাওয়ালা দিয়েছিলেন। হযরত শায়খুল হাদীস বানূরী রাহ. তা দেখে এসব কিতাবের উদ্ধৃতি বাদ দিতে

[১] নকশে দাওয়াম, পৃ. ১৬৫, ইহাতায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ পৃষ্ঠা- ৭৪-৭৫

বলেন। মাওলানা হাবীবুল্লাহ রাহ. বানূরী রাহ. এর অভিমতের টিকায় লেখেন,

قد نقلنا أقوال المفسرين في تفسير الحكمة، وأخذنا في هذا الصدد من الفيضي والمراغي، وقد اعترض عليه شيخنا البنوري رحمه الله، فامتثالا لأمره-رحمه الله- تركنا ما نقلناه عن تفسيريهما.

> *'হিকমাহ' শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এই বিষয়ে আমি ফায়জী ও মুরাগীর বক্তব্যও উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের শায়খ বানূরী রহ. এই বক্তব্যে আপত্তি করেছেন। তাই তাঁর আদেশ পালনার্থে উভয়ের তাফসীরগ্রন্থ থেকে যা উল্লেখ করেছিলাম তা বাদ দিলাম।*

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ.। তিনি কুরআনের বিভিন্ন দিক থেকে বিশিষ্টতাপূর্ণ একটি তাফসীর লিখেছেন। তাঁর তাফসীরে অনেক বিষয়ে তিনি শায়খ রশীদ রেযা রাহ. এর লিখিত তাফসীরুল মানারের উপর নির্ভর করেছেন। তাফসীরুল মানারে বিভিন্ন বিষয়ে বিচ্ছিন্ন চিন্তা গ্রহণ করায় এ কিতাবের উদ্ধৃতি আশঙ্কাজনক। তাই তাফসীরে মাজেদীর উপর 'তাবছেরা' করতে গিয়ে মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা. বা. বলেন,

ایک بات جو پوری تفسیر میں شدت کے ساتھ کھٹکی، یہ ہے کہ مولانا نے تفسیر المنار کے اقتباسات پر بڑی کثرت کے ساتھ اپنی تفسیر میں درج کئے ہیں، اور اکثر مقامات پر تو اس پر سکوت ہی اختیار فرمایاہے اور بعض جگہ ان کی تضعیف بھی کی ہے، اور بعض جگہ ان کی تائید بھی، ہماری گزارش یہ ہے کہ تفسیر المنار کے مصنف ہوں یا مرتب دونوں اپنی وسعت مطالعہ کے با وجود ذہنی طور پر مغربی افکار سے اتنے مرعوب اور جمہور سے اختلاف کرنے کے اتنے شوقین ہیں کہ ان کی تفسیر جگہ جگہ جمہور امت کے جادہ اعتدال سے ہٹ گئی ہے،

اور بعض مقامات پر تو یہ حضرات نہایت خطرناک اور بے سروپا باتیں بھی لکھ گئے ہیں، ایسے حالت میں ان کی تفسیر کسی طرح بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی کا ماخذ بنے، مولانا کی حیثیت اس وقت ایک مقتدی کی ہے، انہوں نے تو منار کے اقوال احتیاط کے ساتھ لئے ہوں گے، لیکن جو لوگ منار کو مولانا کا ماخذ سمجھ کر اس پر اعتماد کریں گے، کیا وہ

کسی حد پر قائم رہ سکیں گے؟

مرور زمانہ کے ساتھ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں مشہور معتزلی مفسر ابو مسلم اصفہانی کے اقوال بکثرت نقل فرمائے ہیں، اور بیشتر مقامات پر ان کی سخت تردید بھی کی ہے، البتہ چند جگہوں پر انہوں نے یہ اقوال بغیر کسی تنقید کے بھی درج کردئے ہیں، آج لوگ ان کے طرز عمل کی بنا پر ڈنکے کی چوٹ یہ کہرہے ہیں کہ امام رازی ابو مسلم اصفہانی کے مداح تھے، یہاں تک کہ اب ابو مسلم اصفہانی کی تفاسیر کا مجموعہ مرتب کرکے شائع کیا جا رہا ہے اوراثر یہ دیا جارہاہے کہ یہ امام رازی کے پسندیدہ مفسر ہیں لہذا ہماری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ مولانا مد ظلہم کو اس قسم کی تفسیروں کے نقل کرنے سے ہی پرہیز کرنا چاہیے۔

> *যে বিষয়টি পুরো তাফসীরেই বেশ খটকার, তা এই যে, মাওলানা তাফসীরুল মানার এর বক্তব্য প্রচুর পরিমাণে নিজ তাফসীরে এনেছেন। অধিকাংশ জায়গায় তিনি সে বক্তব্য উল্লেখ করে কোনো মন্তব্য করেননি। কোথাও কোথাও বক্তব্য উল্লেখ করে তা দুর্বল প্রমাণ করেছেন। কোথাও কোথাও সে বক্তব্যের সমর্থন করেছেন। আমাদের আপত্তির জায়গা এই যে, তাফসীরুল মানার এর সংকলক বা বিন্যস্তকারী দুজনেই নিজেদের বিস্তৃত অধ্যয়ন সত্ত্বেও পশ্চিমা চিন্তাধারা দ্বারা এতটা প্রভাবিত ও জুমহুরের সাথে দ্বিমত করার এত আগ্রহ রাখেন, যার ফলে তাফসীরের জায়গায় জায়গায় তারা জুমহুরের অনুসৃত শরীয়ার সর্ববিদিত পথ থেকে ছিটকে গেছেন। কোথাও কোথাও তারা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ও একেবারে ভিত্তিহীন কথাও উল্লেখ করেছেন।*
>
> *সুতরাং কোনোভাবেই এই তাফসীর এর উপযুক্ত নয় যে, তা মাওলানা আবদুল মাজীদ দরিয়াবাদী রহ. এর তাফসীরের উৎসগ্রন্থ হবে। মাওলানা রহ. তো এখন একজন অনুসৃত ব্যক্তিত্বের অবস্থানে রয়েছেন। তিনি অবশ্যই তাফসীরুল মানার এর বক্তব্য সতর্কতার সাথে গ্রহণ করবেন। কিন্তু যারা ধারণা করবে, তাফসীরুল মানার হচ্ছে মাওলানার কৃত তাফসীরগ্রন্থের উৎসগ্রন্থ, তারা কতটা সঠিক*

> *পথে থাকবে?*
>
> *সময়ের সাথে সাথে কোন কথা কোনদিকে চলে যায়। এর ধারণা দেয়ার জন্যে একটি উদাহরণ টানছি।*
>
> *ইমাম রাযী নিজ তাফসীর গ্রন্থে প্রসিদ্ধ মুতাযিলা মুফাসসির আবু মুসলিম ইসফাহানীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ জায়গায় তিনি তার বক্তব্যের শক্ত সমালোচনা করেছেন। তবে কিছু জায়গায় তিনি তার বক্তব্য উল্লেখ করে কোনো রদ বা সমালোচনা করেননি। কিন্তু বর্তমানে লোকেরা তার এই উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে উচ্ছ্বাসের সাথে বলে যাচ্ছে, ইমাম রাযী ছিলেন আবু মুসলিম ইসফাহানী এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পরিস্থিতি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে, এখন আবু মুসলিম ইসফাহানী এর কৃত তাফসীর বিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন ইমাম রাযী এর পছন্দের মুফাসসির।*
>
> *একারণে আমাদের ছাত্রসুলভ মত এই যে, মাওলানা রহ. এর এমন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি টানা থেকেই সম্পূর্ণ বিরত থাকা উচিত ছিল।*[১]

দু'একটি উদাহরণ থেকে আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, সব কিতাব উদ্ধৃতির উপযুক্ত নয়। কোনো কিতাবের হাওয়ালা দেয়ার পূর্বে জানতে হবে কিতাবটির মান ও গ্রহণযোগ্যতা। এর জন্য প্রয়োজন যথার্থ কিতাব পরিচিতি।

জ্ঞান সমৃদ্ধিকরণে কিতাব পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা

'কিতাব পরিচিতি' প্রয়োজনীয়তার আরেকটি কারণ হলো ইলমের সমৃদ্ধি ও তানাওউ বা বিস্তৃতি। ইলমের গভীরতা ও বিস্তৃতির জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবের পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী ইমামগণ কী কী কর্ম রেখে গেছেন, কতগুলো কিতাব রচিত হয়েছে, নতুন করে এ বিষয়ে কী কাজ চলছে। সর্বোপরি, নতুন-পুরাতন সকল কিতাবের পরিচয় ও সন্ধান না থাকলে জ্ঞানের সামগ্রিকতা অর্জন হয় না।

তাখাস্সুসের তালিবুল ইলমদের বিভিন্ন বিষয়ে বাহছ ও রিসালা লিখতে হয়। তাদের জন্য কিতাব পরিচিতি আরও গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ ও সফল বাহিছের

---

[১] তাবসেরে, পৃ. ১৮৩-১৮৪

অন্যতম সিফাত হলো, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ সকল কিতাবের পরিচিতি ও সন্ধান জানা থাকা। বিষয়ের সম্ভাব্য সূত্র, দূরবর্তী সম্ভাব্য সূত্র এবং সম্পর্কহীন দূরবর্তী সূত্র ইত্যাদি সকল প্রকারের সূত্র মাসাদির সম্পর্কে ধারণা থাকা। বর্তমানে একাডেমিক অভিসন্দর্ভ বা বাহছ ও রিসালা লেখার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। অধিকাংশ কিতাবেই এদিকটির গুরুত্ব উল্লেখিত হয়েছে। যেমন ড. ইয়াহইয়া উহাইব মানহাজুল বাহছ বিষয়ে সুন্দর একটি কিতাব লিখেছেন। উক্ত কিতাবে ভাল ও আদর্শ বাহিছের গুণাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে লেখেন,

التتبع وحب الاطلاع وبذل الجهد، والقراءة بنهم وعمق، وأن يلم بكل ما كتب عن موضوعه من بحوث ودراسات وآراء، سواء كانت مدونة في كتب أم مخطوطات أم مجلات، ومهما تكن تلك الآراء بسيطة أو مخالفة، فإن سعة الاطلاع دليل على استقصاء المادة، والسيطرة عليها، ومن العيب كل العيب أن يواجه باحث ببحث في موضوعه، أو كتاب منشور أو رأي ولم يطلع عليه...

أن يكون على صلة دائمة بفهارس المكتبات وما يجد فيها من جديد، وكذلك يقرأ في المجلات الدورية المتخصصة والمجلات الجامعية والمجلات المعنية بالكتب، وزيارة معارض الكتب للوقوف على الإصدارات الجديدة لها صلة بموضوعه.

> *অনুসন্ধান, কৌতুহলপ্রীতি, শ্রমব্যয় এবং গভীর আগ্রহ ও গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে সকল বহছ, দিরাসা ও মন্তব্য লেখা হয়েছে সবগুলোর খোঁজ- সেগুলো কোনো কিতাবে সংকলিত হোক বা পাণ্ডুলিপি আকারে থাকুক বা সাময়িকীতে থাকুক, সে মন্তব্যগুলো স্বাভাবিক হোক বা বিপরীতপন্থী, সবগুলোর খোঁজ রাখা জরুরি। কেননা বিস্তৃত জানাশোনা বিষয়ের সর্বদিক আয়ত্ত করা ও সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ করার প্রমাণ। এটা অনেক বড় দোষণীয় যে, কোনো বাহিছ কোনো বিষয়ে বহছ লিখে ফেলবে, অথচ তার জানা নেই, উক্ত বিষয়ে কোনো ছাপা কিতাব বা বহছ রয়েছে কিনা...*
>
> *এর সাথে যে বিষয়টি জরুরি তা হচ্ছে, বিভিন্ন মাকতাবার বইতালিকা এবং সেখানে লভ্য নতুন কিতাব সম্পর্কে সর্বদার যোগাযোগ। অনুরূপ*

> *সে কোর্সভিত্তিক বিশেষ সাময়িকী, জামিয়ার সাময়িকী এবং কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট কিতাবাদি পড়বে। অনুরূপ সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নতুন প্রকাশিত বইয়ের খোঁজ জানার জন্যে বইমেলায় যাবে।*[১]

মুহতারাম শায়খ মাওলানা ইমদাদুল হক হাফিযাহুল্লাহর আবেগময় কথাগুলো এখানে তুলে ধরা সমীচিন মনে হচ্ছে। তিনি লেখেন,

'একজন সৈনিকের কাজ হল লড়াই করা। আর লড়াইয়ের সরঞ্জাম হল অস্ত্র। তাই একজন সৈনিকের যেমন অস্ত্র চালনা শিখতে হয়, তেমনিভাবে বিশ্বে কত ধরনের অস্ত্র আছে, কোনটির কী বৈশিষ্ট্য বা ত্রুটি, কোনটি কোথায় পাওয়া যায় প্রভৃতি বিষয়ও তাকে জানতে হয়। অস্ত্র চালনার প্রতি যেমন তার নেশা তৈরি হয়, তেমনি অস্ত্রের খোঁজখবর, আবিষ্কার ও ভালোমন্দ ইত্যাদি জানার প্রতিও তার ঝোঁক ও নেশা তৈরি হয়। একজন সৈনিকের কাজ এগুলোই। এগুলোর মাধ্যমে সে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি পেশার লোক থেকে ভিন্ন বলে বিবেচিত হয়। সৈনিকের এসব আছে বলেই সে সৈনিক। অন্যদের নেই বলে তারা সৈনিক নয়।

তেমনি একজন আলেম। তার কাজ হল ইলম অর্জন করা এবং ইলম বিতরণ করা। ইলম অর্জনে ও বিতরণে রাতদিন মশগুল থাকা, এ পথের শত্রুকে প্রতিহত করা, ওদের পরাজিত করা ইত্যাদি কাজে নিমগ্ন থাকা তার দায়িত্ব। আর ইলম থাকে কিতাবে। তাই আলেমের জন্য যেমন ইলমী ইস্তেদাদ আবশ্যক, তেমনিভাবে ইলমের "মাসদার" তথা কোথায় কোথায় ইলম আছে, এ বিষয়ে কতগুলো কিতাব আছে, কোন কিতাব কোথায় আছে, কোনটির বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি কী কী, কোন মুসান্নিফের কী বৈশিষ্ট্য, কোন মুসান্নিফের কী দুর্বলতা ইত্যাদি জানা এবং এগুলোর প্রতি নেশা তৈরি হওয়াও আবশ্যক।

যে সৈনিক যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে, কিন্তু তার যুদ্ধ করার নেশা নেই, তাকে দিয়ে যেমন যুদ্ধ হবে না। আবার যে সৈনিকের যুদ্ধের নেশা আছে, কিন্তু অস্ত্র চালনা-বিষয়ক নানা বিষয়ের খোঁজখবর নেই, এ-বিষয়ক তার কোনো নেশা নেই তাকে দিয়েও যুদ্ধ হবে না। তেমনি একজন আলেম। তার যেমন ইস্তেদাদের নেশা থাকতে হয়, তেমনি তার ইলম ও কিতাবেরও নেশা থাকতে হয়।[২]

---

[১] মানহাজুল বাহছ ওয়া তাহকীকুন নুসূস, পৃ. ২৫, ৪১

[২] আকাবিরে দেওবন্দের ছাত্রজীবন ১/২৩৮

প্রকাশক, পরিবেশক ও নাসেখের জন্যও কিতাব পরিচিতি আবশ্যক

কিতাব পরিচিতি শুধু একজন পাঠকের জন্য আবশ্যক এমন নয়; বরং কিতাবের প্রকাশক, নাসেখ বা অনুলিপিকারী এবং কিতাব বিক্রেতা সকলের জন্যই প্রয়োজন। তাদেরকেও জানতে হবে কোন কিতাবটি কল্যাণজনক আর কোনটি ক্ষতিকারক। কল্যাণকামনা ইসলামের অনুপম আদর্শ। তাই কোনো কিতাব ব্যবসায়িক দিক থেকে যত লাভজনকই হোক, ক্ষতিকর সাব্যস্ত হলে সে কিতাব প্রকাশ করার অনুমতি ইসলামে নেই। আর এটি বাকস্বাধীনতা রুদ্ধ করা নয়; বরং মানবকল্যাণকে রক্ষা করা। প্রকৃত অর্থে বাকস্বাধীনতার প্রবক্তা পৃথিবীতে কেউ নেই। প্রত্যেক দেশেই বাকশক্তিকে বিভিন্ন আইনে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও আইন রয়েছে।

সর্বোপরি ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যা কল্যাণকর তার অনুমোদন এবং যা ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধকরণ। তবে নির্দিষ্ট মহলের স্বার্থ হাসিল করার জন্য অযথা কিতাব প্রকাশনা ও পরিবেশনাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়। তাই ইসলাম ক্ষতিকর কোনো কিতাব- বিজ্ঞজনদের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য অনুলিপি করার অনুমতি দিলেও তা সাধারণ্যে প্রকাশ ও পরিবেশনের অনুমতি দেয় না। অতএব প্রকাশক, পরিবেশক ও নাসিখকেও জানতে হবে কিতাবটির পরিচয় কী। জানতে হবে, তা উপকারী না অপকারী। ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রাহ. কিতাবের নাসিখ ও পরিবেশক সম্পর্কে লেখেন,

الناسخ: ومن حقِّه أَلَّا يكتب شيئًا من الكتب المضلّة؛ ككتب أهل البدع والأهواء؛ وكذلك لا يكتب الكتب التي لا ينفع اللَّه تعالى بها؛ كسيرة عنتر وغيرها من الموضوعات المختلفة التي تضيع الزمان، وليس للدين بها حاجة؛ وكذلك كتب أهل المجون، وما وضعوه في أصناف الجماع، وصفات الخمور وغير ذلك ممَّا يهيج المحرِّمات، فنحن نحذِّر النساخ منها؛ فإنَّ الدنيا تغرّهم. وغالبًا مُستكتِب هذه الأشياء يعطى من الأجرة أكثر ممَّا يعطيه مستكتب كتب العلم. فينبغي للناسخ أَلَّا يبيع دينه بدنياه

> *নাসিখ : তার জন্যে কর্তব্য হলো বিভ্রান্তিকর কোনো কিতাবের অনুলিপি তৈরি না করা। যেমন বিদআত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের গ্রন্থ। অনুরূপ সে কিতাবেরও অনুলিপি তৈরি করবে না, যার মধ্যে আল্লাহ বান্দাদের জন্যে উপকার রাখেননি। যেমন আনতারার জীবনচরিত ও অন্যান্য বানোয়াট কেচ্ছাকাহিনী, যেগুলোর মাধ্যমে শুধু সময় নষ্ট হয়। দীনে যেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। অনুরূপ নির্লজ্জদের বই, সহবাস ও মদপান সম্পর্কে তাদের লিখিত বইয়ের অনুলিপি তৈরি করবে না। সেগুলোর দ্বারা শুধু হারাম বিষয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়।*
>
> *আমরা নাসিখদের এবিষয়ে সতর্ক করছি, কেননা পার্থিব লাভ তাদের ধোঁকায় ফেলতে পারে। সাধারণত এই বিষয়ের অনুলিপিকারকে ইলমী কিতাবাদির অনুলিপিকারের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক দেয়া হয়। সুতরাং নাসিখের কর্তব্য, সে দুনিয়ার বিনিময়ে যেন আখেরাত বিক্রি না করে।*[১]

তিনি আরো লিখেন,

الدَّلالون: فمنهم دلال الكتب. ومن حقِّه ألَّا يبيع كتب الدينِ ممَّن يعلم أنه يُضيعها، أو ينظرها لانتقادها والطعن عليها، وألَّا يبيع شيئًا من كتب أهل البدع والأهواء، وكتب المنجِّمين، والكتب المكذوبة؛ كسيرة عنتر وغيره.

> *কিতাব বিক্রেতা: তার কর্তব্য হলো দীনী কিতাবাদি এমন কারো কাছে বিক্রি না করা, যার সম্পর্কে সে জানে যে, এ কিতাব সে নষ্ট করে ফেলবে অথবা সে এতে সমালোচনা ও খোঁচা দেয়ার জন্যে নেড়েচেড়ে দেখবে। অনুরূপ তার কর্তব্য হলো বিদআত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারী কারো বই, জ্যোতিষীদের বই, আনতারার জীবনচরিত জাতীয় বানোয়াট কাহিনীর বই বিক্রি না করা।*[২]

ইমাম মালিক রাহ. ভ্রান্ত ফিরকা ও চিন্তার কিতাবের ইজারা সহীহ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমদ মিসরী মালেকী রাহ. তার 'আলখিলাফ' কিতাবে লেখেন,

[১] মুয়ীদুন নি'আম, পৃ. ১০১
[২] মু'য়ীদুন নি'আম, পৃ. ১১০

قال مالك: لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك.

> *ইমাম মালিক বলেন, কুপ্রবৃত্তির অনুসারী, বিদআতপন্থী ও জ্যোতিষীর বইয়ের ইজারা জায়েয নয়। এরপর তিনি কয়েকটি কিতাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, বিদআত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের বই দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো মুতাযিলা ও অন্য ইলমুল কালামপন্থীদের কিতাব। এমন সকল বইয়ের ইজারা রদ করতে হবে। অনুরূপ চাঁদের আলোকে ফয়সালার কিতাব, জ্বিনদের বিশ্বাসের কিতাব ইত্যাদির ইজারার বিধান।*[১]

এ প্রসঙ্গে মাওলানা ফাতহ মুহাম্মাদ লাখনবী রাহ. (১৩২৭ হি.) বলেন,

مذاہب باطلہ کی وہ کتابیں جن میں مذاہب حقہ کی تردید اور دین باطل کفر و شرکیہ اقوال کی تائید اس طرح بدعت و ضلالت اور گمراہیوں کی تائید ہو اور کفر وشرک کے احکام اور عبادات سے بھری ہوئی ہوں ایسی کتابوں کو لکھنا چھاپنا فروخت کرنا سب حرام ہے -باعتبار مالیت تو بعض کی بیع نافذ ہوگی اور بعض کی فاسد ہوگی- ہاں ان پر تردید کرنے کی غرض سے مطالعہ کرنا خریدنا جائز ہے -اور تجارت کی لالچ میں خریدنا گناہ عظیم ہے-

> *বাতিল চিন্তাধারার সেসকল গ্রন্থ যা হকের খণ্ডন ও বাতিল ধর্মের কুফরী ও শিরকী কথাবার্তার সমর্থনে লেখা হয়েছে, এমনিভাবে যেসকল গ্রন্থে বিদআত ও গোমরাহীর সমর্থন রয়েছে এবং যেগুলো কুফর ও শিরকের আহকাম ও ইবাদাতে ভরপুর– এসবের অনুলিপি করা, ছাপানো ও ক্রয় করা সবই হারাম। এগুলোর কোনোটি এমন যে, বিক্রি করলে মাল হিসেবে বেচা-বিক্রি কার্যকর হয়ে যাবে, আবার কোনোটির বিক্রিও কার্যকর হবে না। তবে হ্যাঁ, খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এধরনের বই ক্রয় করা, পড়া সবই জায়েয। কিন্তু ব্যবসার লোভে*

[১] জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ২/ ৯৪২

> *ক্রয় করা অনেক বড় গুনাহ।*[১]

পরিবেশক ও কিতাব ব্যবসায়ীদের এতটুকুও জানা উচিত যে, কিতাবের মাঝে কোনো দোষ-ত্রুটি বা ব্যবসায়িক-আয়ব পর্যায়ের 'সালবী' কোনো দিক আছে কি না। কাজী ইবনে রুশদ রাহ.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, কোনো ব্যক্তি একটি কিতাব খরিদ করল। পরে সে দেখতে পেলো কিতাবে অনেক লাহান ও ভুল রয়েছে। এখন সে কিতাবটি বিক্রি করতে চায়। কিতাবের আয়ব বা দোষ প্রকাশ করলে হয়ত বিক্রি হবে না। তাকে কি ঐ আয়ব প্রকাশ করতে হবে? তিনি জবাবে বলেন,

لا يجوز أن يبيع حتى يبين ذلك، وبالله التوفيق.

> *দোষ প্রকাশ না করে তার জন্যে বিক্রি বৈধ নয়।*[২]

এ রকম আরও অনেক ইমামের বক্তব্য রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়, কিতাব পরিচিতি একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিতাবের পরিচয় জানা যেভাবে একজন পাঠকের দায়িত্ব; তেমনি একজন প্রকাশক, পরিবেশকেরও দায়িত্ব। যদিও বা জানার পর্যায় সবার এক নয়; তবে প্রাথমিক বিষয়গুলো সবারই জানা উচিত।

***

[১] হালাল ও হারাম কে আহকাম, পৃ. ১৫২

[২] ফাতাওয়া ইবনে রুশদ ২/৯২২-৯২৩